কমিশন কর্তৃক ১৭/০৮/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

➢ ক্রমিক নং	:	০১
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) থানার মামলা নং-১১, তাং-১৩/০৪/২০০৯ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব এ এস এম জাহাঙ্গীর আমীন (ফারুক), সহকারী অফিসার, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দুয়া শাখা, নেত্রকোনা ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	গ্রাহকদের নিকট থেকে ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় বাবদ আদায়কৃত টাকা সংশ্লিষ্ট তহবিলে জমা না দিয়ে আত্মসাত ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব এ এস এম জাহাঙ্গীর আমীন (ফারুক) সহকারী অফিসার আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দুয়া শাখায় কর্মরত থাকাকালীন সময়ে গ্রাহকদের নিকট থেকে ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় বাবদ আদায়কৃত টাকা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাংকের লেজার ও কালেকশন শীটে জমা প্রদান করলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাকা জমা প্রদান করেননি । এভাবে ৫৯,৪৫২/-টাকা সংশ্লিষ্ট তহবিলে জমা না দিয়ে আত্মসাত করার বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।

ক্রমিক নং	:	০২
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	মতিঝিল (ঢাকা) থানার মামলা নং-৩৬, তাং-১৪/০২/২০১১ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	শাহীন আরা মমতাজ, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	পারভীন ফজিলা, প্রধান শিক্ষিকা, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীর দিবা শাখার ভর্তি পরীক্ষায় প্রকৃত মেধাতালিকার শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করে অপেক্ষমান তালিকার শিক্ষার্থীদের মেধাক্রম দেখিয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী পারভীন ফজিলা, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করে অসৎ উদ্দেশ্যে অনিয়ম, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে জেনে বুঝে ২০১১ শিক্ষা বর্ষের ৩য় শ্রেণীর দিবা শাখার ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত মেধা তালিকার ১২১ জন পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশ না করে তদস্থলে অপেক্ষমান তালিকার ১১৮ জন পরীক্ষার্থীকে মেধাস্থান দেখিয়েছেন। তিনি প্রকৃত মেধা সম্পন্ন পরীক্ষার্থীদের প্রতারণামূলকভাবে ফলাফল পরিবর্তন করে মিথ্যা বিবরণ সম্বলিত অপেক্ষমান ১১৮ জন পরীক্ষার্থীকে মেধাক্রম দেখিয়ে একই রোল নম্বর সম্বলিত মেধাক্রম ও অপেক্ষমান দুইটি চূড়ান্ত ফলাফল তালিকা নিজে প্রস্তুত করতঃ ২৬/১২/২০১০ ইং তারিখে স্বাক্ষর করে ২৭/১২/২০১০ তারিখে ফলাফল প্রকাশ করেন। প্রকৃত মেধাক্রম তালিকার পরীক্ষার্থীদের বঞ্চিত করে অপেক্ষমান তালিকার ১১৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্য থেকে ১১০ জনকে অবৈধভাবে বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে নিজে লাভবান হয়েছেন এবং অন্যান্যদের লাভবান করেছেন মর্মে তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

➢ ক্রমিক নং	:	০৩
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	বোয়ালমারী(ফরিদপুর) থানার মামলা নং-২০, তাং-২৭/০৮/২০০৯ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন শরীফ, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ফরিদপুর ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব এ কে এম জাহিদুল ইসলাম, প্রাক্তন ইউনিয়ন সমাজকর্মী, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, বোয়ালমারী, ফরিদপুর ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	ঋণ ও সঞ্চয়ের আদায়কৃত টাকা এবং ভূয়া স্কীম দেখিয়ে সার্ভিস চার্জসহ অর্থ আত্মসাত ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী এ কে এম জাহিদুল ইসলাম ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক প্রতারণা ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে জানুয়ারী/৯৭ হতে ডিসেম্বর/২০০১ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বোয়ালমারী থানাধীন রূপাপাত ও শেখর ইউনিয়নের ৮টি গ্রামের ঋণ গ্রহীতারদের নিকট হতে ঘুর্ণায়মান তহবিলের ঋণ ও সঞ্চয় বাবদ আদায়কৃত অর্থের মধ্যে মোট ৬,২৫,৫৩৩/-টাকা আত্মসাত এবং মামলার আলামত নষ্ট করার বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		০৪ (চার) টি চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।

কমিশন কর্তৃক ১৭/০৮/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

ক্রমিক নং	:	০৪
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	রমনা মডেল (ঢাকা) থানা মামলা নং- ০৩, তারিখ- ০২/০৮/২০১০ খ্রিঃ
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ হাসেম আলী মৃধা, এস আই, সিপিএসসি (তদন্ত শাখা), র‍্যাব-৩, টিকাটুলি, ঢাকা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ ফারুক আহমেদ, কনস্টেবল নং- ৪৮২, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা, পিতা-এম তবিবুর রহমান, বাড়ী নং-১১/২২, ছোট বয়রা, খুলনা; (২) জনাব মোঃ খসরু জাহান, কনস্টেবল নং-২২৯, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে ভূয়া কর্মকর্তার নাম ব্যবহার করে কতিপয় ব্যক্তিবর্গের নামে ভূয়া এবং জাল অনুসন্ধান সংক্রান্তে নোটিশ সৃজনের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে জনৈক গাজী মোঃ মোস্তাক আহম্মেদ, সহকারী পরিচালক, টাঃ ফোঃ-৪, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নামে ০১/০৮/২০১০ ইং তারিখে স্বাক্ষরিত দেখানো (১) জনাব মোঃ আল আমিন মিয়া, মেসার্স আনশি এন্টারপ্রাইজ, ২২৭, ফকিরাপুল, ঢাকা এবং (২) ব্যবস্থাপক, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল শাখা, দিলকুশা, ঢাকাদ্বয়ের নামে ইস্যু দেখানো জাল এবং ভূয়া দুটি নোটিশ সৃজন করার অপরাধ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।